I R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ - জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং - 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা - স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে পৌষ ১৪২০ ৮ই জানুয়ারী, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী রঞ্জন না শতাব্দী ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী রঞ্জন ভট্টাচার্য। গত ১৫ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরীতে এক পথসভায় শ্রীভট্টাচার্য এ অঞ্চলে তৃণমূলের সংগঠন বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য গোষ্ঠী কোন্দলকেই দায়ী করেন। এছাড়া অকর্মণ্য নেতৃত্বও এর জন্য দায়ী বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রঞ্জন ভট্টাচার্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের একান্ত ঘনিষ্ঠ। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি জঙ্গিপুরের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনে রঞ্জন ভট্টাচার্য বা স্থানীয় কোন নেতাকেই নীচুতলার কর্মীদের পছন্দ নয়। তারা চাইছেন শতাব্দী রায়, দেবশ্রী রায় অথবা রঞ্জিত মল্লিকের মতো কোন ভারি প্রার্থী। তাহলেই এই আসনে

(শেষ পাতায়)

হাসপাতাল কোয়ার্টার দখল করে সেখানে চলছে মদ-মস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর হাসপাতালে অবসরপ্রাপ্ত জি.ডি.এদের তিনতলার ১৫-১৬ টি তালা বন্ধ ফাঁকা কোয়ার্টার আজ সরগরম। জবরদস্তি দখল করে বাইরের কিছু লোক সেখানে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বাস করছে সেখানে। হাসপাতাল সুপারকে বার বার জানিয়েও কিছু হয়নি। এই সুযোগে কিছু মদ্যপ সমাজবিরোধীও সেখানে আস্তানা গেড়েছে।

(শেষ পাতায়)

বিদায় বেলায় চোখের জল ফেলে কাজ হাসিল করলেন প্রিন্সিপ্যাল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ আবু এল শুকরানা মণ্ডলের কর্মজীবনের শেষ দিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩। তার আগে ২৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে গভঃ বডির মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট ছিলেন তৃণমূল নেতা সেখ মহঃ ফুরকান। সেখানে প্রিন্সিপ্যাল গলা কাঁপিয়ে, চোখের জল ফেলে পরিবেশকে ভারি করে তোলেন। এবং সুযোগ

(শেষ পাতায়)

সরকারী জায়গা দেদার কেনাবেচা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ -সাগরদীঘি রাস্তায় আলের উপর যেতে ডানদিকের প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার ধার দখল করে বিক্রি শুরু হয়েছে। যেমন হয়েছিল ভাগীরথী ব্রিজের নিচের জায়গা। রাস্তার ধার দখল করে বহু স্থায়ী ঘরবাড়ি, দোকান ঘর সেখানে চালু হয়েছে। মহকুমা শহরের পূর্ত দপ্তরের কিছু কর্মচারী ঐ সব লেনদেনের ভাগীদার। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলছে সেখানে বলে খবর। জেলা শাসক, পূর্ত বিভাগ, মহকুমা শাসক, পুলিশ কর্তারা এ খবর রাখেন ?

স্কুল চত্বরে আবার রোমিওদের দাপাদাপি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের সামনে ও পিছনের গলিতে প্রতিদিন এক ডজন বাইক রাস্তা ঘিরে জটলা করছে। স্কুল ড্রেস পরা ছাত্রীরা এদের ইন্ধন যোগাচ্ছে প্রকাশ্যে। মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা, প্রতিবেশীদের শান্তিভঙ্গ -কুছ পরোয়া নেই।

(শেষ পাতায়)

স্থানীয় পুলিশ এসব খবর কতটা রাখে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ মাছের আড়তে এক মৃত ব্যবসায়ীর ঘর কিনে সেখানে দেশী বিলেতি সব ধরনের মদ মজুত রেখে কারবার চলছে

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ক্রেপ পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬১১৪১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ, বুধবার, ১৪২০

শীতের বেলায়

শীতকে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋতু বলিয়া মনে করিলেও বোধহয় তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। শীতের উত্তুরে বাতাসে কনকনানি আছে আর সেই শৈত্য জীবজগকে রুক্ষতা বহিয়া আনে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গাছ-গাছালি হইতে পাতাও খসিয়া পড়িতে থাকে তাহাও দৃশ্যমান। কবিদের কেহ কেহ তাহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই। বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের চোখে এবং অনুভবে শীত তেমন ভাল বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তবে তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল সমাজের নীচের তলার মানুষের জীবনযন্ত্রণার দিকে। অবশ্য পাশাপাশি তিনি বলিয়াছেন, 'পৌষে প্রবল শীত সুধী জনে।' সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে সমাজ, জীবন, জীবনধারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। উত্তুরে হিমানীর আগমনের সাথে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় পৌষ পার্বনের পালা। পিঠে পুলির গন্ধে ভরিয়া ওঠে গৃহস্থের আঙ্গিনা। মাঠে মাঠে শাক সব্জীর সবুজ সমারোহে। হাটে-বাজারে তাহাদের সজীব শ্যামল প্রদর্শনী। পল্লীর বাতাসে ভাসিতে থাকে তাতারসির গান, নলেন গুড়ের মিষ্টি মধুর গন্ধ।

ধান উঠিলেই গ্রামের মাঠে, বাগানে শুরু হইয়া যায় পৌষালো। এখনও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বরং অনেক বেশী মাত্রা পাইয়াছে আয়োজনে, অনুষ্ঠানে। শহরে শীতের এখন বড় আকর্ষণ চড়ুই-ভাতি বা পিকনিক আর নানা ধরনের মেলা অনুষ্ঠান। পিকনিক স্পট এখন নানা স্থানে। কুশীলবদের কুচকাওয়াজ সেইসব স্থানে মাইকে নিনাদিত, নিবেদিত চড়া সুরের গানে এবং তাহাদের দেহভঙ্গির ছন্দিল কসরতে।

খেলার ময়দানেও তাহার উপস্থিতি। ক্রিকেটের পীচে চলিয়াছে বল আর বোলিং এর গড়াগড়ি, ব্যাটে-বলে দস্তুর মতো লড়ালড়ি। শীতের গরম রোদ গায়ে মাখিয়া দর্শক সাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা-উত্তেজনার উত্তাপে পারদের ওঠাপড়া। এইসব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় শীত যতই কষ্টদায়ক হউক, রুক্ষ ধূসর হউক, সে বহন করিয়া আনে প্রাণের, গানের উচ্ছলতা। শীতের মধ্যে রহিয়াছে বসন্তের পূর্বাভাস।

ফিরে দেখা

মানিক চট্টোপাধ্যায়

কীভাবে শুরু করি। শেষ হয়ে গেল ইংরেজী ২০১৩ সালের ইনিংস। কত রকমারী-বর্ণময় ঘটনা। কত উত্থান-কত পতন। ঠিক যেন শব্দবাজির খেলা। বর্ষবরণের রাতে সব স্বপ্ন বুকে নিয়ে চিরতরে চলে গেল ঘুমের দেশে। এক অসহায় ধর্ষিতা কিশোরী। বিহারের সমস্তিপুর থেকে পশ্চিমবাংলার মধ্যমগ্রামের হুমাইপুর। সেখান থেকে ধর্ষিতা হয়ে কলকাতা এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেট সংলগ্ন শীলপাড়ায়। তবুও শেষ রক্ষা হল না। বর্ষশেষের দুপুরে এক অমানবিক মৃত্যু। খোদ রাজধানীর নির্ভয়া থেকে শুরু করে কামদুনি-গেদে - আমাদের জেলার খরজুনা - সর্বত্র এই নারকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে আকছার। নাই কোন নিরাপত্তা। সব শেষে এই মধ্যমগ্রাম। মৃত্যুর আগে পুলিসী নাটক-পুলিসী বর্বরতা। মৃত্যুর পরে পুলিসী তৎপরতা। মনে পড়ে যাচ্ছে '৭২ সালের পুলিসী মহড়া। পুলিসী বর্বরতা। বোধহয় আজ মা-মাটি-মানুষের বাংলায় পুলিস অসহায়।

এবার তাকাই নিজের শহরের দিকে। ম্যাকেঞ্জি পার্ক মাঠ স্বমহিমায়। মাঠের দুটো গেট আজও তৈরী হল না। হাসপাতাল মোড়ে দাদাঠাকুর। চোখে চশমা এখনও ওঠেনি। এই পৌরসভা আমাদের গর্ব। অনেক কথাই বলে থাকি এই পৌরসভা সম্বন্ধে। দুর্ভাগ্যের বিষয় - দু'টো ইংরেজী বছর গড়িয়ে গেল। এখনও এগুলো অবহেলিত। ফেলে আসা বছরের শেষে এলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি। সাজো সাজো রব। রাস্তা-ঘাট-রবীন্দ্রভবন সবকিছুতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা। মিঞাপুর-দেউলি সেজে উঠল আলোর মালায়। অনুষ্ঠিত হল 'কামদাকিঙ্কর' গোল্ডকাপের চূড়ান্ত খেলা। কত আয়োজন। দুর্ভাবনার কথা প্রকৃত ফুটবল প্রেমীরা খেলা দেখার সম্মানটুকুও পেলেন না। কত ফটো উঠল। অথচ এই মাঠে যারা বল নিয়ে নিজেদের তৈরী করেছেন তাঁদের অনেকেই থেকে গেলেন পর্দার বাইরে। সেই সবুজদ্বীপ-গঙ্গার ধার-শিবমন্দির-স্নানের ঘাট - সবকিছুই আছে। ইসকুল-কলেজ সবকিছুই হাসছে। হাসি আমাদের মুখেও। কত আনন্দে আছি আমরা। খাদ্যের সারিতে বসন্ত কী সুন্দর ! সন্তানকে দুধে ভাতে রাখতে মানুষ আজ গলদঘর্ম। এরমধ্যেই চলে এল ইংরজী নববর্ষ। স্বাগত ২০১৪। মানুষ যেন মানুষের মত বাঁচতে পারে। এটুকুই আমাদের চাওয়া। ভালভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন তো মানুষ দেখবেই। স্বপ্ন ছাড়া কী জীবন চলতে পারে ? তাই বলতে ইচ্ছা করে : 'এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ-পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া।'

বর্ষশেষের অস্ত-আলোয়

শীলভদ্র সান্যাল

গেল বছরের শেষ দিনটায় খুব সুন্দর রোদ উঠেছিল। কুয়াশা-মুক্ত ঝকঝকে সকালটা দেখে মন ভরে গেল। শেষদিনে মুঠো রোদ্দুরের হাসি ছড়িয়ে বছরটা যখন 'বাই' বলে চলে গেল তখন মন-কেমনের শিউরে ওঠা - হাওয়া বুকে এসে হানা দিল ঠিকই, তবু চারিদিকে ওই লুটোপুটি রোদ্দুর দেখে মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল। ভাবলাম, আসছে বছরটা কী ভালোই যাবে তবে ?

বছর যাওয়া মানে, আমাদের আরো একটা বছর বয়স বাড়লো ; আবার আয়ুর পুঁজি থেকে আরও একটা বছর মাইনাস হয়ে গেল। জীবনটাইতো এরকম প্লাস-মাইনাস এর খেলা!

বছরটা যখন নিতান্তই যাবার জন্য ছটফট করে ওঠে, তখন পরিসংখ্যানবিদরা বসেন সালতামামি নিয়ে আর বিশ্লেষজ্ঞরা গোটা বছরটাকে কাটাছেঁড়া করে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বানিয়ে ফেলেন অতিকায় সব প্রবন্ধ। সে-সব পড়তে মন্দ লাগে না ! সে যাক-কিন্তু আমার নিরেট মগজে যে প্রশ্নের পোকাটা অনেকক্ষণ থেকে ঘুরঘুর করছে, তা হোল, এই যে বছরের আসা আর যাওয়া - এর সাথে সাথে আমাদের মানসিকতার কোনও বদল হয় কি ? এই মুহূর্তে - ইংরেজি মতে বছরটা শেষ হতে যখন মাত্র কয়েকঘন্টা বাকী, আলোর রোশনাইয়ে কোলকাতা 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা'র মত সেজে উঠে বর্ষবরণের আয়োজনে ব্যস্ত ; তখন খবর পেলাম, মধ্যমগ্রামের সেই ধর্ষিতা মেয়েটির-যে কিনা লজ্জা ঢাকতে গায়ে আগুন দিয়েছিল (অভিযোগ:

(পরের পাতায়)

গ্লেডিয়েটর

প্রণবেন্দু বিশ্বাস

গ্লেডিয়েটর নিয়ে বেড়ে ওঠে রোম সাম্রাজ্য,
জীবনের বিনিময়ে আনন্দের উৎস খোঁজা
যা নির্মমতার এক দানবীয় মাইলস্টোন।
শৌর্য-প্যাশন-সৌন্দর্য-নির্মমতা-ঐশ্বর্য
আধিপত্য-নিষ্ঠুরতার চরম শিরোপা মাথায় ...
এটাই রোম সাম্রাজ্য।
বেহালায় সুর ধরে রাখে মৃত মানুষের কান্না।

বর্ণান্ধ ষাঁড়ের চোখে লাল কাপড় বেঁধে
চলে বিভৎস এক অমানবিক ক্রীড়া প্রদর্শনী
সফেন আনন্দে উল্লাস করে অভিজাত দর্শক,
একসময় মল্লযুদ্ধে পরাজয় মানে একটা ষাঁড়-
রক্তাক্ত দেহে পড়ে থাকে মাঠের মাঝে
অন্য ষাঁড়ের মালিক জুয়ায় জিতে নেয় অর্থ।
শুধু পৈশাচিক আনন্দের ওম নিয়ে
বাড়ি ফিরে যায় স্পেনের এক ঝাঁক মানুষ।

লড়াকু দু-জন মানুষ নামে মল্লযুদ্ধে,
দর্শক গ্যালারি উপভোগ করে সে যুদ্ধ,
এ লড়াই যান-কবুল এক লড়াই-থাকবে এক।
লড়ায়ের তীব্রতা বাড়ে, বাড়ে চিৎকার-
এক সময় নিস্তেজ হয়ে আসে পরাজিত,
রাজার নির্দেশে ফাটান হয় তার মাথা
রক্তাক্ত দেহের রক্তাক্ত ঘিলুর স্বাদ নেয় সিংহ
দর্শক আসনের উল্লাসের পারদ তখন তুঙ্গে।
বিজেতার হাতে আসে রাশি-রাশি পুরস্কার,
রাজ-ঐশ্বর্যের চরমতম নিষ্ঠুরতার এক মাইলস্টোন।
গ্লেডিয়েটর দেখে কবরের নীচে হাসে নীরো।
এটা কি মানুষের, না না-মানুষের উপাখ্যান ?
তবু এ প্রথা চলে আসছে যুগে-যুগে দেশে-দেশে।

তব চরণরেখা .....

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

পৌষ সংক্রান্তি। উত্তরায়ণের শুরু। পিতামহ ভীষ্ম দেহ ছাড়ার জন্য ঐ সময়টার অপেক্ষায় ছিলেন শরশয্যায় বেশ কিছুদিন। ইংরাজীর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিই পরে। ঐ তিথিতে জন্মেছিলেন সপ্তঋষির অন্যতম, মর্ত্তে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। বেদান্ত যাঁর দিশারী, শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর গুরু, নরনারায়ণের সেবা যাঁর জীবনব্রত, খাপ খোলা তলোয়ার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে হোঁচট খেয়েছিলেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর ভন্ডামি ভেঙ্গে পৌঁছেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে। রাণী রাসমণি প্রাতঃ স্মরণীয়া মহিয়সী, কৈবর্তের জাত হয়েও যিনি ছিলেন মায়ের অষ্টসখীর একজন, ব্রাহ্মণ না হয়েও যিনি খাঁটি ব্রাহ্মণী। তাঁর মা ভবতারিণীর পুরোহিত সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনে একদিন সরাসরি জানতে চাইলেন আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন ? আমাদের মতো ছা-পোষা মানুষ হলে হাত কচলে অপরাধ নেবেন না ইত্যাদি নানা নাটক করে বলতাম – 'এতদিনের সাধনায় আপনার অনুভব কি ? অলৌকিক কিছু আছে ?' ওসব ন্যাকামি, ভয়, কে কি ভাবল – থোড়াই কেয়ার। এই যে ভগবানকে , মাকে, আপনার কালীমাকে দেখেছেন কি ? যেমন বাঘা তেঁতুল তেমন বুনো ওল। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন 'হ্যাঁগো – যেমন তোমাকে দেখছি ঠিক তেমনি আমার মাকে দেখছি – কথাও কয়েছি।'

স্বামীজীর মাও ঠাকুরের মায়ের মতোই স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাশক্তিধর দেবশিশু জন্ম নিতে চলেছেন। ১২টি মশাল জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ বয়সে। গৃহীদের তিনি অকাতরে দুধ, সর, ছানা বিলিয়েছিলেন। এ বারোজনকে দিয়েছিলেন খাঁটি ননী। ভুতুড়ে বাড়িতে যাঁরা সমস্ত টানকে পিছে ফেলে দিনরাত পাগলের মতো সাধনভজনে ব্যস্ত। ধুনী জ্বেলে বিনিদ্র রাতে তেলাকুচার পাতা, আমড়াসেদ্ধ ভাত, তা আবার মানপাতায়। পাশের বাড়ীর কলাগাছের পাতাও কাটতে দিতোনা। কেউ সিধে, ঘি, আতপচাল, আটা, পয়সা নিয়ে যায়নি।

বিরজা হোম করে গৃহী জীবনের পরিচয়সহ সব অগ্নিস্মাৎ করে নতুন নামে নতুন প্রাণে জেগে উঠেছিলেন তাঁরা। একদিন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কন্যাকুমারিকায় সমুদ্রের জল সাঁতরে সেই দ্বীপে উঠে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সিদ্ধিলাভ করলেন। জয় করলেন দেশ বিদেশ। গড়লেন মিশন, মঠ। নানা জনে নানা সংস্থা পরবর্তীতে নিজেদের মতো করে স্বামীজী, ঠাকুরকে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। ধর্মীয় ব্যাপারটিকে উহ্য রেখে তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বানানোর চেষ্টাও হচ্ছে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য গান বেঁধে প্রচারে ভর রেখে বহু মিথ্যা কথা তাঁদের বাপ বেটাকে নিয়ে বলা হচ্ছে সরকারী বদান্যতা লাভের আশায়। একজনতো বলেই ছিলেন তাঁরা হিন্দুই নন। হাইকোর্টে বৃদ্ধ বয়সে দাঁড়িয়ে ঐ মর্মে এফিডেবিট। ১০ লাখি গাড়ি চড়ে, সোনার সুতোয় রুদ্রাক্ষ বেঁধে, এয়ারকন্ডিশন ঘরের মৌতাত নিয়ে, আমিষভক্ষণকারী (যেহেতু ঠাকুর খেয়েছেন)। ঐসব ভোগবিলাসীর দল ফাটা পা, তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ ভাত খাওয়া, অসুখে বিদেশযাত্রায় অর্থাভাবে পড়া ঐ মহামানবতার জন্য নাকি প্রচার করে বেড়ায়। 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'–কথাটিকে এত উপহাস অন্য কেউ করতে পারেনি। এতদিনে ভারত সরকারের – শিকাগো মনে পড়েছে। নেতাজীর নামে কুকুরের ছাই জাপান থেকে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করছে যারা, তারা স্বামীজীর কাছে পৈতা পেতে চাইছে গাঁয়ের–শহর অঞ্চলের কতশত দরিদ্র পরিবার আজও আটা গুলে খায়। প্রচন্ড শীতে কম্বল পায় না, কত মেয়ের বিয়ে হয় না পণের দাপটে, কত ফুল অকালে ঝরে যায়। স্বামীজীর ফটোয় ঐ চোখ দুটোর দিকে তাকানো যায় না। বড় লজ্জা হয়। তিনি যেন গম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বলছেন : হারামজাদা, তোদের আমি গীতা ফেলে দিয়ে মাঠে ফুটবল খেলতে বলেছিলুম ? সব জায়গায় যুবকদেরকে ঐ কথাটা খামচে নিয়ে বলে বলে আমাকেই নাস্তিক বানিয়ে দিলি ? আর, আমি যে বলেছিলুম আগে ইংরেজদের হাত থেকে দেশমাকে উদ্ধার করে আয়, তারপর আমার কাছে বেদান্ত পড়তে আসিস। কই এসব তো বলিস না। চালাকি ! এই তামসিকতাই তোদেরকে হাজার হাজার বছর গোলাম করে রেখেছিল।

আমার বাপ–ঐ যে দক্ষিণেশ্বরের সেই পুরুতটা, আমাদেরকে ডেকে আনলো বলেই না এত সহজে দীপটা নিভবে না । তবে তোদের আহার, বিহার, সংস্কার, ভোগবিলাস সবই দিনকে দিনকে দিন বেদ বিরোধী হচ্ছে। তোরা ম্যাক্সমুলার, মেকলের ফাঁদটা চিনলি নারে। মাত্র দেড়শো বছরেই আঁধার ঘনিয়ে আনলি। কৃমিকীটের মতো ক্ষুদ্রমনা ও অখাদ্য সেবিরা কী মহাপুরুষদের জন্ম দিতে পারে ? ভালো আত্মাদের আনতে সাধনা চাই। মায়েরা তোরা সিংহবাহিনীর পুজো কর। ছোঁড়ারা তোরা বেলপাতায় বুকের রক্ত দিয়ে মাকে অঞ্জলি দে–লেখ বন্দেমাতরম্।'

বর্ষশেষের অস্ত–আলোয় .....(২য় পাতার পর)

আগুন লাগানো হয়েছিল) মারা গেছে। কামদুনি থেকে শুরু করে চারিদিকে এত ধর্ষণের নারকীয় প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ভাবি, স্ত্রী–লিঙ্গের নির্মাণই কি তবে ধর্ষিতা হবার জন্য ? গেল–বছরের সারা গা জুড়ে এরকম অসংখ্য ধর্ষণের দগদগে ক্ষত !

দেশ যখন সগর্বে মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করছে, তখন সেইসব ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছে ! অবিরত। ২০১২ সালটা শেষ হয়েছিল 'নির্ভয়া'র ধর্ষণকান্ড ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তেরো সালের অন্তিম নাট্যদৃশ্যেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই !

বছর যায়, বছর আসে ; মানসিকতা দাঁড়িয়ে থাকে সেই একই জায়গায়–ওঁত পাতা ঘুপচির অন্ধকারে !

এক আশ্চর্য্য বৈপরীত্যের দেশে বাস করছি আমরা ! দেশের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা মহাকাশে 'মঙ্গল মিশন' পাঠান, তাঁরাই আবার তিরুপতির মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন !

একটা নয়, আরো অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসে মনে। এই যে আরো একটা বছর চলে গেল, আইনে কঠোরতম শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও দেশে ধর্ষণ কমেছে ? শিশুমৃত্যুর হার কমেছে ? ব্লকে ব্লকে পৌঁছে দেওয়া গেছে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল? কমানো গেছে স্কুলছুটদের সংখ্যা ? কমানো গেছে শিশু শ্রমিকের হার ? বিড়ি–শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যক্ষার প্রকোপ ? চিকিৎসার প্রয়োজনে আজ অনেকেই চেন্নাই ছুটছেন। কেন ? আমাদের রাজ্যে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো কি তবে দুর অস্ত ? পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় আজও প্রতিটি অঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠল না কেন ? মহকুমা হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারদের রোগীকে 'রেফার' করার প্রবণতা কতটা কমলো ? বেহাল রাস্তাঘাটের স্বাস্থ্য ফিরলো কতটা ? দেশের বিভিন্ন আদালতে রাশিকৃত মামলা ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে। একটা মামলার রায় বেড়োতে অধস্তন তিনপুরুষ সাফ। জড়ভরত বিচারব্যবস্থার হাল ফিরবে কবে ? সর্বোপরি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা গেল কতটা ?

এরকম হাজারটা প্রশ্ন মাথার মধ্যে কামড়ায়। বোধহয় আরো অনেকের মধ্যেই। এক একটা বছর চলে যায় আর প্রশ্নপত্র ধরিয়ে দিয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রেই উত্তর মেলে না।

দেশের প্রতিটি পরিবারে প্রাথমিক চাহিদা হল, বাসস্থান, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং আলো। এসব চাহিদা পূরণে এক বছরে এগনো গেল কতটা ?

বছর আসে। বছর যায়। কিন্তু প্রশ্নের পোকাগুলো মরে না। বদল হয় না মানসিকতার।

তবে কি আমরা অন্ধকারে ডুবে যাব ? না। আমরা আশাবাদী। মানুষের অন্ধ মানসিকতা একদিন সু–চেতনা, শুভবুদ্ধিতে বদলে যেতে পারে। সবার মিলিত চেষ্টাতেই তা সম্ভব। একদিনে হবে না ঠিকই। তবু স্বপ্ন দেখতে দোষ কোথায় ? স্বপ্ন নিয়েই তো আমরা বাঁচি।

বর্ষশেষের অস্ত আলোর ওপারে নতুন বছরের যে নতুন ভোর অপেক্ষা করে আছে, জীর্ণ মানসিকতার জঞ্জালগুলো দূরে ঠেলে ফেলে, নতুনের অঙ্গীকারে তাকে বরণ করে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার।

নতুন বছর যে আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।।

লোকসভা নির্বাচন............................(১ম পাতার পর)

তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য বলেন, 'নেত্রী যোগ্য মনে করলে আমাকে প্রার্থী করবেন।' জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাম্মদ আলি জানান, 'এরকম কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উনি আমাদের জেলার সহ সভাপতি। নেত্রী যাকে যোগ্য মনে করবেন তিনিই জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন।' তবে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ শতাব্দী রায়ের নামও এলাকার বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে। কারণ বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে শতাব্দীর দূরত্ব বাড়ায়, রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বীরভূম কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পরিবর্তে শতাব্দী রায়কে জঙ্গিপুরে প্রার্থী করা হতে পারে।

স্কুল চত্বরে ....(১ম পাতার পর)

স্কুলের হেডমিসট্রেস তো এসব দেখতেই পাননা। পুলিশও কয়েকদিন উদ্যোগ নিয়ে চুপ। গঙ্গা তীরের পরিবেশ নষ্ট করছে এরা। মদ-মস্তি সব কিছুই নাকি সেখানে চলছে। ভিন পাড়ার কিছু ছোকরা এই এলাকায় কেন নিয়মিত আসে – কেউ ওদের প্রশ্ন করে না। মহকুমা শহর আর কত অন্ধকারে ডুববে ?

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মার্কেট কমপ্লেকস সংলগ্ন ব্যবসা ও বাসযোগ্য এক শতক জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ ঃ ৯৯৩২৮৮৬৯৩১, ৯৮০০৭৬৩৮৯৭

হাসপাতালের..................................(১ম পাতার পর)

দিন তিন আগে চারতলার ছাদ থেকে জলের দামি পাইপ ও কিছু সরঞ্জাম চুরি হয়ে গেছে। এর আগে ১ জানুয়ারী '১৪ মদ্যপদের চিৎকার ও মারামারিতে পুলিশ জিতেন দাস নামে এক মদ্যপ যুবককে গ্রেপ্তার করে। হাসপাতাল চত্বরের অন্যান্য কোয়ার্টারেও বর্তমানে চুরি বেড়েছে। এই সব জবরদস্তি দখল কোয়ার্টারগুলো দেখভালের দায়িত্ব ছিল ওয়ার্ড মাস্টারের উপর। তিনিও কিছুদিন আগে অবসর নিয়ে চলে গেছেন। হাসপাতালে একটা পুলিশ ক্যাম্প চালু ছিল। সেটিও বর্তমানে নেই। অন্যদিকে মহকুমা শাসককে প্রেসিডেন্ট ও সুপারকে সেক্রেটারী করে "হাসপাতাল পরিচালন কমিটি" তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে তারও কোন ভূমিকা নেই। হাসপাতালে জি.ডি এ,অফিস ও নার্সিং স্টাফ ক্রমশ কমে গেলেও রোগীর চাপ বাড়ছেই। বর্তমানে দৈনিক ৩৫০ জন ভর্তি রোগীর মধ্যে ১৫০ জনই গর্ভবতী মহিলা বলে খবর।

বিদায়বেলায় প্রিন্সিপ্যাল.............(১ম পাতার পর)

বুঝে সাত বছরের অডিট না হওয়া রিপোর্ট পাস করিয়ে নেন। এছাড়া ঐ মিটিং এ তাঁর পেনশনের রেজুলিউশনও নাকি হয়েছে। তবে গভঃ বডির মেম্বার বিকাশ নন্দ প্রিন্সিপ্যালের নীতি বিরুদ্ধ কাজে কলেজের লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয়ে তদন্তের দাবী জানিয়ে কল্যাণী ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার, ডি.পি.আই, রাজ্যপাল, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীসহ কয়েক জনকে লিখিত অভিযোগ জানান। এর প্রেক্ষিতে প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়,প্রিন্সিপ্যালের পেনশন ও অডিট রিপোর্টে গভঃ বডির প্রেসিডেন্টের সাক্ষর বাকী আছে।

পুলিশ এসব খবর ....(১ম পাতার পর)

অনেকদিন ধরে। এর মালিক তপন দাস ও তারক দাস। পুলিশকে খুশি করেই এই ব্যবসা এতদিন ভালোই চলছিল। সম্প্রতি হঠাৎ পুলিশী তৎপরতায় ওদের ঘর থেকে বেশ কিছু দেশী-বিলেতি মদ উদ্ধার হয়। কিন্তু দু'জনের কেউ ধরা পড়েনি। বাজারপাড়া পোষ্ট অফিসের পিছনে তাদের ডেরা। সেখানেও নাকি সব সময় প্রচুর মদ মজুত থাকে। পুলিশ কি এর সন্ধান রাখে ? সন্ধান রাখে থানার গা ঘেঁষে চোলাই মদের ভাটীর ?

আমাদের প্রচুর স্টক

মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড নিতে সরাসরি চলে আসুন

নিউ কার্ডস ফেয়ার

দাদাঠাকুর প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।